দৈনিক ইত্তেফাক

MAR 01 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আমাদের বইমেলা এবং অতঃপর

ড. আশ্‌রাফ সিদ্দিকী

জাতীয় গ্রন্থমেলার পর, ১-১-১৫ (২০০২) শেষ হয়ে গেলে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমীর বহু প্রতীক্ষিত এবং আকাঙ্ক্ষিত বইমেলা চললো ১-২-২১ (২০০২) পর্যন্ত; বাংলা একাডেমীর এই বইমেলার জন্য দেশের সাহিত্যসেবীবৃন্দ, প্রকাশকগণ ও নতুন লেখকগণও অধীর অপেক্ষায় থাকেন। বই ভালো বিক্রয় হলে সবাই উৎসাহিত হন- বিক্রয় আশানুরূপ না হলে (অথবা অন্য কোন দৈব-দুর্বিপাক হলে) সবাই মর্মাহত হন।

১লা ফেব্রুয়ারী হতে ২১ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত দেশের পত্র-পত্রিকা ও গণমাধ্যমগুলি বিপুলভাবেই এই বইমেলার প্রচারণা চালিয়েছেন- লক্ষ্য ছিল বইমেলা বিপুল উদ্দীপনায় এবং নিরুপদ্রবভাবে জমে উঠুক- মনে রাখতে হবে সংবাদ জগতের অনেকেই লেখক এবং তাঁরাও নিশ্চয়ই চাইতেন মেলা জমে উঠুক। এই সময়ে বই মেলার উপর বহু সম্পাদকীয় এবং উপসম্পাদকীয় এবং বিশেষ প্রবন্ধমালাও প্রকাশিত হয়েছে- প্রকাশিত হয়েছে নতুন প্রকাশিত গ্রন্থের খবর- যদিও বহু প্রকাশনী সংস্থার মতে তাদের প্রকাশিত সব বই সমান গুরুত্ব পায় নাই।

বিগত ৩০-এর দশক থেকে এই দেশে তেমন কোন গ্রন্থমেলা হয়েছে, এমন তথ্য আমাদের হাতে নেই- যদিও ভারতের দিল্লী-কলকাতায় ৪০-এর দশক থেকেই ছোট খাটো বইমেলা হত- ইউরোপ-আমেরিকার কথা অবশ্য আলাদা- এই শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই বই মেলার খবর পাই (এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা)। কিছুকাল পূর্বে নিউইয়র্কে 'বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে' গিয়ে শুনেছিলাম 'মুক্তধারা'র বিশ্বজিৎ সাহা গত কয়েক বৎসর সেখানে মধ্যপ্রাচ্য এবং কানাডাসহ ১০ কোটি টাকার বই বিক্রয় করতে পেরেছে। অন্য একটি সংস্থা 'অনন্যা'র বিক্রয়ও নাকি ছিল আশাপ্রদ। এঁদের কাছ থেকেই বই সংগ্রহ করে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যেও বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীগণও কিছু উপার্জনের আশায় বই বিক্রয় করে থাকে-, যা মধ্যপ্রাচ্যেও হচ্ছে। আরো একটা বিষয় দেখা গেল আমেরিকা ও কানাডার ভিডিও দোকানগুলোতে বাংলাদেশে প্রকাশিত প্রায় সব দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকাও দেখেছি- যা বিমানে পৌঁছাতে ৪/৫ দিন লেগে যায়। ভিডিও দোকানে সিনেমা ও ভিডিও ফিল্মসহ অফিস ফেরতকালে পত্রিকাও নিয়ে যান অনেকেই। অনেকেই বলেছেন আমাদের বিদেশী দূতাবাসগুলো চেষ্টা নিলে- পাবলিক রিলেশন আরও জোরদার করলে বাংলাদেশের বইয়ের বাজার বিদেশেও গড়ে উঠতে পারে।

তাই বলছিলাম, এই মহান ভাষাবর্ষে (২০০২) দেশেই আমাদের গ্রন্থাদির একটি বাজার সৃষ্টি হওয়া উচিত- যার বিবরণ পূর্বেই উক্ত হয়েছে। সেই সঙ্গে আমাদের উৎকৃষ্ট উপন্যাস এবং গল্প গ্রন্থাদিরও বিদেশী ভাষায় অনূদিত করার প্রচেষ্টা নেয়া প্রয়োজন বাংলা একাডেমী বা স্থানীয় প্রকাশকদের মাধ্যমে। ভারতসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশ যদি ইংরেজী গ্রন্থের মাধ্যমে বিশ্ব-সম্মান পেতে পারে (যার শুরু রবীন্দ্রনাথ থেকে) তবে আমাদের লেখকগণ কেন সে সম্মান পাবেন না- এটাও ভাবতে হবে।

ত্রিশের দশক থেকেই আমাদের সব দৈনিক পত্রিকা এমনকি বর্ষপঞ্জিকায়ও আমরা কলকাতাকেন্দ্রিক সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থের বিজ্ঞাপন দেখেছি এবং ভিপিতে সেসব বই শহর ছাড়াও গ্রামে-গঞ্জের পাঠাগারে, স্কুলে বা ইচ্ছুক বইপ্রেমীদের কাছে পৌঁছে যেত-ভিপি চার্জ কমিশন হিসাবে বাদ যেত- ক্রেতাদের আর কলকাতা ছুটতে হত না। কিন্তু ইদানীং ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক-সাপ্তাহিক পত্রিকা বা বর্ষপঞ্জিকায় সেরূপ বিজ্ঞাপন চোখে পড়ছে না- যদিও বইয়ের বিজ্ঞাপন ৫০ ভাগ ছাড় থাকে বলে শুনেছি। আমাদের প্রকাশকগণ তাদের বইয়ের সুদৃশ্য তালিকা এমনকি ক্যালেন্ডার ছাপিয়ে যে অর্থ খরচ করেন- পত্রিকায় বিজ্ঞাপন খরচ তার অর্ধেক পড়বে বলে শুনেছি- অথচ কোন গ্রামপ্রান্তে এমনকি সুন্দরবনেও ভিপিপি'র মাধ্যমে বই পৌঁছে যেতে পারে। ডাক বিভাগের (মন্ত্রণালয়) সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হলে বই-এর স্বার্থে এই ভিপিপি খরচও আরো কমানো যেতে পারে বলে আমরা মনে করি।

বাংলা একাডেমী এবং জাতীয় মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী উৎসব অনুষ্ঠানে- স্বদেশে- বিদেশে সকলকে বই উপহার দিতে বলেছেন। এমন আবেদন বাংলা একাডেমীর বইমেলার শুরু থেকেই (১৯৭৭) শুনে আসছি। কিন্তু তা সাফল্যমন্ডিত হয়েছে এমন মনে হয় না। একাডেমীতে প্রতি বৎসর যে জনসমাগম হয়-সকল দর্শক মাত্র একটি করে বই কিনলেও কোটি বই বিক্রয় হবার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভবতঃ হয়নি। হলে আমাদের প্রকাশনা জগতে বইতো সুবাতাস।

আমাদের আরও বক্তব্য- সরকার স্কুল-কলেজে বই কেনার জন্য যে অনুদান দেন তা একটি সরকার নির্বাচিত নিরপেক সদস্যদের মাধ্যমে বিতরিত হলে ফল শুভ হতে পারে বলে অনেকেই মনে করেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ২০০২ সাল হবে ভাষাবর্ষের ৫০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সারা বর্ষই বইমেলা- কিন্তু মফস্বল শহরগুলোতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ পালিত হচ্ছে এমন খবর পত্র-পত্রিকায় চোখে পড়েনি। সামনেই আসছে নববর্ষ-১লা বৈশাখ। আমরা নববর্ষ উপলক্ষে দেশের সর্বত্র কারুশিল্প মেলার সঙ্গে বই মেলাকেও ঢাকা এবং মফস্বলে যুক্ত করতে বলছি- যা ১লা বৈশাখে খোদ বাংলা একাডেমীতেও শুরু হয়েছিল প্রয়াত শিল্পী পটুয়া কামরুল হাসান গংদের চেষ্টায়। এসব বইমেলা সম্বন্ধে আমাদের সুচিন্তিত প্রস্তাব হবে-

১. যে কোন ভালো বই হাতের কাছে সহজ প্রাপ্য হলে ক্রেতাগণ তা কিনবেন। গ্রামের মানুষও বই পড়তে চায়।

২. এজন্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, গণমাধ্যম এবং ইলেকট্রিক মাধ্যমে প্রচুর প্রচারণার প্রয়োজন হবে।

৩. এই সময়েই সরকারের অনুদান প্রাপ্ত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের পাঠাগারে বই কেনার জন্য পত্র সার্কুলার দিতে হবে।

৪. যে সব প্রকাশনা সংস্থা বেশী বই ছেপেছেন সম্মিলিত বা এককভাবে পরা সপ্তাহব্যাপী মফস্বল শহরগুলোতেও বই মেলা করলে সম্ভাবতঃ লাভবানই হবেন- পাঠকগণ হাতের কাছে বইপেলে কেন এটা বাংলা একাডেমীর নিজস্ব (১৯৭৬-'৮২) বইমেলাগুলোতে আমরা দেখে উৎসাহিত হয়েছি।

৫. এইসব বই মেলার কমিশন ৩৫ ভাগে উন্নীত করা যায় কিনা প্রকাশকগণ ভেবে দেখবেন।

৬. মফস্বলের এইসব মেলা স্থানীয় কোন প্রয়াত সাহিত্যিক বা শিল্পীর নামেও হতে পারে- তাতে করে আঞ্চলিকক তরুণবৃন্দ শিকড়ের সন্ধান পেয়ে গর্বিত হতেও পারেন।

৮. এইসব মেলায় স্থানীয় লেখকবৃন্দকে সম্মাননা প্রদর্শনও করা যেতে পারে- সেটা বই বা একটি পদক-ক্রেষ্টের মাধ্যমেও হতে পারে।

৯. কোন পাঠাগার বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কে কত বেশী বই পড়েছেন (যা পূর্বেও প্রচলিত ছিল) তাঁদের পুরস্কৃত করা যেতে পারে।

১০. আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে সৎ গ্রন্থ পাঠ, দেশ থেকে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি এবং নারী নির্যাতনও বন্ধ করতে পারে। 'অস্ত্রের বদলে হাতে বই তুলে নিন'- একটি একটি বহুল প্রচারিত প্রবাদ।

প্রসঙ্গতঃ আরও একটি বিষয়ের প্রতি আমি বাংলাদেশের লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। অতীতে দেশের বহু লেখকের বই (ইংরেজী) বিদেশে 'বেষ্ট সেলারের' মর্যাদা পেয়েছিল।

তেমন কয়েকটি বই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলী, Gitanjali U.S.A; ১৯১৮); লালবিহারী দের Folk-tales of Bengal (London, 1883); Bengal Peasant's Life (London, 1909); Devi Shovana, Orient Pearl (London, 1915); N.C.Choudhury, Auto Biography of an unknown Indian (Newyork, 1918), Dinesh Chandra Sen, Eastern Bengal Ballads, 4 vols. Calcutta, Parish, Newyork, 1932; 1936); Bradley-Birl, Fairy Tales (London and Newyork, 1920); Franklin Edgarton, The Panchatantra (New Haven, 1924); Mrs. Meer Hasan, Observation on the Mussalmans of India (London, 1832); Syed Waliullah, Lal Salu; Kado Nadi Kado (Paris. Tr. by the ahttorinto French; Paris, 1967, 1968); God of Small Things (A. Roy, London, 1940); এছাড়া ঝুম্পা লাহিড়ি নামে আরেক মহিলার গ্রন্থও বহির্বিশ্বে বিপুল খ্যাতি লাভ করে।

বিদেশ থেকে এই লেখকের যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তা হ'ল-Bhombal Dass The Uncle of Lion (Newyork, London and Torento, 1959); Toontoony and other Tales (Newyork, 1962), Tales from Asian Countries (Japan 1975), The Crow and the Sparrow (1974); Ridlam Ridlam (1975) Bengali Folklore Collection and Studies (JAT series, Indiana, 1967, Dhaka, 1976, 1997);

Tales from Bangladesh, Collected by a Britisher (London, Dhaka, 1976, 1978)। প্রায় বইগুলোই প্রকাশক এবং ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেশন ইংক (নিউইয়র্ক) সৌজন্যে ইরানী, উর্দু, জার্মান, জাপানী এবং অন্যান্য ভাষায়ও প্রকাশিত (অনুবাদ) হয় এবং এখনও হচ্ছে। এগুলো আমেরিকা, কানাডার বহু এলিমেন্টারী স্কুলে স্টোরী আওয়ার (গল্প বলার আসরে) পড়ানো হয় শুনেছি [দ্রষ্টব্য : সিদ্দিকী, এলেম নতুন দেশে, ঢাকা, ২০০০]।

ভাষা বর্ষের ৫০ বৎসর পূর্তি এবং ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্বের ইউনেস্কো-সদস্য রাষ্ট্রে মাতৃভাষা দিবস পালিত হচ্ছে, এটি আমাদের দেশের জন্য এক মহান গৌরব। এই গৌরবকে [illegible]